বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

ক্রেডিট বিভাগ-১

পরিকল্পনা ও পরিচালন পরিপত্র নং ১৯/২০১৮ তারিখঃ২৬ /০৮/২০১৮ খ্রীঃ

বিষয়ঃ কাঁকড়া চাষের ঋণ নীতিমালা ও নিয়মাচার প্রসঙ্গে ।

কাঁকড়া চাষ কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্য খাতে এক গুরুত্বপূর্ণ নতুন সংযোজন। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল (কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা,নোয়াখালী, বরিশাল, পটুয়াখালী, ভোলা) কাঁকড়া চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী। বিদেশে অধিক চাহিদা, চাষ পদ্ধতি এবং উৎপাদন চিংড়ির চেয়ে অনেকটা ঝুঁকিমুক্ত হওয়ার কারণে কাঁকড়া চাষ দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। কাঁকড়া ব্যবসা এবং কাঁকড়া চাষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্যোগ হাজার হাজার দরিদ্র মানুষের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করেছে। গত ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে কাঁকড়া রপ্তানি করে বাংলাদেশ প্রায় ২ কোটি ২২ লক্ষ ডলার আয় করেছে।এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কিশোর কাঁকড়া চাষ ও পেনে কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ ভিত্তিক ঋণ প্রদানের বিষয়ে বিস্তারিত নীতিমালা ও নিয়মাচার তৈরি করে কাঁকড়া চাষ সম্প্রসারণ ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ বিষয়ে মাঠ কার্যালয়ে ঋণ মঞ্জুরি ও বিতরণে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে কাঁকড়া ঋণের নীতিমালা ও নিয়মাচার করার প্রয়োজনীয়তার আলোকে ১৯/০৮/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের ৭১৬ তম সভার অনুমোদন মোতাবেক জারী করা হলোঃ

০২। **ঋণের উদ্দেশ্য ঃ**

বছরে ৮-১০ মাস ৫ পিপিটির উপর লবণাক্ততা থাকে এমন জলাশয় হলে কাঁকড়া চাষে ভাল ফলাফল পাওয়া যায়। কাঁকড়া চাষের জন্য উপকূলীয় অঞ্চলে জোয়ারভাটা নদী সংলগ্ন দোআঁশ বা পলি দোআঁশ মাটিযুক্ত এলাকা সর্বাধিক উপযুক্ত। বর্তমানে বাংলাদেশে ২.৫-৩.০০ লক্ষ লোক কাঁকড়া আহরণ ও বিপনন করে জীবিকা নির্বাহ করে। উল্লেখিত ও আগ্রহী জনগোষ্ঠীর জন্য কাঁকড়া চাষে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা আনয়ন ও উৎপাদিত কাঁকড়া রপ্তানি করে দেশের রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে।

০৩। **ঋণের প্রকৃতি ঃ**

এ সকল ক্ষেত্রে কাঁকড়া চাষের উৎপাদন খরচ চলতি মূলধন ঋণ হিসেবে প্রদান করতে হবে। সারা বছর উত্তোলন সুবিধাসহ এ ধরনের ঋণের ক্ষেত্রে চলতি মূলধন ঋণের সকল নিয়মকানুন প্রযোজ্য হবে। দেশের ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থা বিবেচনায় এবং পোনা প্রাপ্তি সাপেক্ষে সাধারণতঃ মৌসুম ভিত্তিক (নভেম্বর থেকে জুন) কাঁকড়া চাষে ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করা যাবে। তবে, প্রয়োজনের নিরীখে সারা বছরই চলতি মূলধন ঋণ মঞ্জুরি/নবায়ন ও বিতরণ করা যাবে।

০৪। **কাঁকড়া চাষের প্রযুক্তি ঃ**

বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রজাতির কাঁকড়া পাওয়া যায়। এর মধ্যে শিলা কাঁকড়া ও লাল কাঁকড়ার প্রাপ্যতা বেশি। তবে একমাত্র চাষযোগ্য কাঁকড়া হলো শিলা কাঁকড়া। কাঁকড়া চাষের প্রযুক্তি সমূহ নিম্নরূপঃ

(ক) কিশোর কাঁকড়া চাষ ;
(খ) কাঁকড়া মোটাতাজাকরণঃ
 (১) পেনে কাঁকড়া চাষ;
 (২) খাঁচায় কাঁকড়া চাষ;

(ক) **কিশোর কাঁকড়া চাষঃ**

(১) **ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতাঃ**

কিশোর কাঁকড়া চাষের অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে সুস্থ সবল উন্নত জাতের পোনা সরবরাহ নিশ্চিত করা। তা'ছাড়া কিশোর কাঁকড়া প্রতিপালনের জন্য লালন বা চারা পুকুর সুষ্ঠু এবং দক্ষতার সাথে পরিচালনার মাধ্যমে চাষযোগ্য চারা পোনার উৎপাদন একটি লাভজনক ব্যবসা। কিশোর কাঁকড়ার জীবনচক্র সংবেদনশীল। এ সময়ে সামান্য অব্যবস্থাপনার কারণে রেনু পোনার মৃত্যু হার বেড়ে যাওয়ার ফলে আতুর পুকুর ব্যবস্থাপনা বেশ ঝুঁকিপূর্ণ থাকে বিধায় অভিজ্ঞ বা পেশাজীবি উদ্যোক্তা ছাড়া এ খাতে ঋণ প্রদান ঝুঁকিপূর্ণ হবে। তবে ধানী পোনা থেকে চারা পোনা উৎপাদনের প্রক্রিয়া অপেক্ষাকৃত ঝুঁকিমুক্ত এবং লাভজনক বিবেচনায় এ খাতে ঋণ প্রদান করা যাবে। বর্তমানে প্রচলিত ব্যাংকের ঋণ ম্যানুয়েলের ২.০১ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত কৃষক/ব্যক্তিবর্গ ঋণ প্রাপ্তির যোগ্য। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ও পূর্ব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ অগ্রাধিকার পাবে।

চলমান পাতা-০২

(২) ঋণের মাত্রা (নর্মস)ঃ

সমুদ্র উপকূল থেকে জোয়ারের সময় কাঁকড়ার পোনা সংগ্রহ করতে হবে। প্রকৃতিতে প্রাপ্ত কাঁকড়ার পোনা শক্ত প্রকৃতির হয়ে থাকে। বাতাসে এরা কমপক্ষে ৪-৫ দিন বেঁচে থাকতে পারে। ফলে পরিবহনে কোন সমস্যা হয় না। প্রতিটি কাঁকড়ার ওজন ৩০-৪০ গ্রাম হওয়া ভাল। হেক্টর প্রতি ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) কাঁকড়ার পোনা ছাড়তে হবে। উৎপাদনের চাষাবাদকাল প্রায় ১৪-৩৫ দিন (প্রতি চক্র)। প্রাকৃতিক উৎস্য থেকে পোনা সংগ্রহ করে বছরে ন্যুনতম ১০/১২ চক্রে পোনা প্রতিপালন সম্ভব। কিশোর কাঁকড়া চাষের জন্য পরিচালনা ব্যয় বিবেচনায় পরিশিষ্ট-'ক' এ নর্মস মোতাবেক ৮১,৮৭০/- টাকা ঋণ মঞ্জুরি করা যাবে যা সময়ে সময়ে অত্র ব্যাংক/ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত নীতিমালার আওতায় পরিবর্তিত হবে। প্রদত্ত মোট উৎপাদন খরচের ৭০% পরিচালন ব্যয় হিসেবে চলতি মূলধন ঋণ প্রদান করা যাবে। অবশিষ্ট ৩০% টাকা উদ্যোক্তা কর্তৃক ইকুইটি/ মার্জিন হিসেবে প্রদান করতে হবে।

(খ) কাঁকড়া মোটাতাজাকরণঃ

(১) ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতাঃ

গ্রামীন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র বিমোচন এবং অভ্যন্তরীণ সম্পদ বৃদ্ধির জন্য কাঁকড়া চাষে প্রান্তিক ও পেশাদার কাঁকড়া চাষীদের একক/যৌথ মালিকানাধীন অথবা ইজারা প্রাপ্ত বিভিন্ন আয়তনের পুকুরে/জলাশয়ে কাঁকড়া চাষের জন্য শুধুমাত্র পরিচালন ব্যয় (পোনা ক্রয়, খাদ্য সরবরাহ, অন্যান্য খরচ, ঔষধ ইত্যাদি) বাবদ চলতি মূলধন ঋণ প্রদান করা যাবে। এ ক্ষেত্রে পুকুর পুনঃ খনন, পুকুর তৈরিকরণ, ইজারা খরচ/মূল্য ইত্যাদি খাতে উদ্যোক্তার নিজস্ব বিনিয়োগ সম্পন্ন হবার পরই ব্যাংক ঋণ বিবেচনা করা যাবে। বর্তমানে প্রচলিত ব্যাংকের ঋণ ম্যানুয়েলের ২.০১ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত কৃষক/ব্যক্তিবর্গ ঋণ প্রাপ্তির যোগ্য। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ও পূর্ব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ অগ্রাধিকার পাবে।

(২) ঋণের মাত্রা (নর্মস)ঃ

চলতি মূলধন ঋণের আওতায় পুকুর বা জলাশয়ে বিভিন্ন প্রজাতির কাঁকড়া বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষের জন্য পরিচালন ব্যয় বিবেচনায় পরিশিষ্ট 'খ' এ নর্মস মোতাবেক (বিঘা প্রতি ৮০,৪৭০/- টাকা) ঋণ মঞ্জুরি করা যাবে যা সময়ে সময়ে অত্র ব্যাংক/ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত নীতিমালার আওতায় পরিবর্তিত হবে। প্রাক্কলিত খরচ একক হিসেবে ধরে বিভিন্ন আয়তনের পুকুর/জলাশয়ে ঋণের পরিমাণ নিরুপণ করতে হবে। প্রদত্ত মোট উৎপাদন খরচের ৭০% পরিচালন ব্যয় হিসেবে চলতি মূলধন ঋণ প্রদান করা যাবে। অবশিষ্ট ৩০% টাকা উদ্যোক্তা কর্তৃক ইকুইটি/ মার্জিন হিসেবে প্রদান করতে হবে। পেনে কাঁকড়া /খাঁচায় কাঁকড়া চাষের ক্ষেত্রে উপরোক্ত তথ্যাদির আলোকে বিস্তারিত নর্মস পরিশিষ্ট-'খ' আকারে সংযুক্ত করা হলো।

কিশোর কাঁকড়া চাষ ও কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নিয়মাচারঃ

০৫। ঋণের আবেদন ফরম ঃ

কাঁকড়া চাষের ক্ষেত্রে চলতি মূলধন ঋণের আবেদন ফরম (এল, এফ-৮) ব্যবহার করতে হবে। আবেদন ফরমের মূল্য, প্রক্রিয়াকরণ ফি, সার্চ ফি এবং এ্যাপ্রাইজাল ফি অন্যান্য ঋণের মত প্রচলিত নিয়মে গ্রহণ করতে হবে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

০৬। জামানতঃ

৩.০০ (তিন) লক্ষ টাকার উর্ধ্বের ঋণ দেয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই সহায়ক জামানত গ্রহণ করতে হবে। ৩.০০ (তিন) লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে সহায়ক জামানত গ্রহণ ব্যতিরেকে ঋণ প্রদান করা যাবে। তবে, জামানত বিহীন ঋণ মঞ্জুরির ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত অতিরিক্ত নির্দেশনা পরিপালন করতে হবেঃ

ক) কাঁকড়া পালনের জন্য প্রয়োজনীয় জলাশয় ঋণ গ্রহীতার নিজস্ব জমিতে/লিজকৃত জমিতে নিজ খরচে নির্মাণ করতে হবে এবং তা শাখার মাঠকর্মী ও ব্যবস্থাপক কর্তৃক নিশ্চিত করতে হবে;

খ) উদ্যোক্তা সংশ্লিষ্ট এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা মর্মে বিষয়টি নিশ্চিত করণের নিমিত্তে খামার/বাড়ী/ চাষাবাদযোগ্য জমির মূল দলিল, খতিয়ান এর কপি ও হালসনের খাজনার দাখিলা ঋণ নথিতে সংরক্ষণ করতে হবে। গৃহীত দলিলাদি/কাগজ পত্রাদি প্রচলিত নিয়মে ঋণ অবসায়নের পর ফেরৎ প্রদান করা হবে মর্মে মঞ্জুরি পত্রে উল্লেখ করতে হবে;

গ) সুদসহ ঋণাংকের পরিমাণ আবৃত করে অগ্রিম তারিখ সম্বলিত তফসিলি ব্যাংকের ক্রসচেক গ্রহণ করতে হবে;

ঘ) উক্ত দলিলাদি ছাড়াও চলতি মূলধন ঋণের ক্ষেত্রে ব্যাংকের প্রচলিত অন্যান্য দলিলাদি সম্পাদন করতে হবে;

ঙ) নির্ধারিত দেয় তারিখ অতিক্রান্ত হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে ঋণ আদায় না হলে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

চ) একক ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নামে জামানত বিহীন ঋণ একীভূত করে কোন অবস্থাতেই ৩.০০ লক্ষ টাকার অধিক হতে পারবে না।

চলমান পাতা-০৩

০৭। ঋণ আবেদনের মূল্যায়নঃ
ব্যাংকের প্রচলিত নিয়মে ঋণ ম্যানুয়েল অনুযায়ী ।

০৮। ঋণ ঝুঁকি নির্ণয়ঃ
ব্যাংকে বর্তমানে প্রচলিত নিয়মানুসারে ক্রেডিট রিস্ক গ্রেডিং ম্যানুয়েলের ভিত্তিতে ঋণ ঝুঁকি নির্ণয় করতে হবে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

০৯। ঋণ মঞ্জুরি ক্ষমতাঃ
প্রচলিত পরিপত্রের নির্দেশনানুযায়ী পর্ষদ সচিবালয় বিভাগের পরিপত্র নং পসবি-০১/২০১৬ তারিখ ০১.০২.২০১৬ মোতাবেক প্রয়োগ করতে হবে।

১০। ঋণের সুদের হারঃ
চলতি মূলধন ঋণের ক্ষেত্রে প্রচলিত সুদ হার ৯% প্রযোজ্য হবে যা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে আদায়যোগ্য। ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে পরিবর্তিত হারের সাথে সুদের হার পরিবর্তিত হবে।

১১। দলিলায়নঃ

১) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কাঁকড়া বন্ধকি দলিল (Crab Hypothecation Deed) সম্পন্ন করতে হবে;

২) ডি, পি, নোট নিতে হবে;

৩) লেটার অব কনটিনিউটি নিতে হবে;

৪) ইজারাকৃত পুকুরে/জলাশয়ে কাঁকড়া চাষের ক্ষেত্রে ইজারাদাতার নিকট হতে আমমোক্তারনামা (Power of Attorney) বা ৩০০/- টাকা মূল্যমানের নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে সম্মতি পত্র (Letter of Consent) গ্রহণ করতে হবে। আমমোক্তারনামার সম্মতি পত্রে ইজারাকৃত পুকুরে কাঁকড়া চাষ করার জন্য ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক ব্যাংক ঋণ গ্রহণে ইজারাদাতার সুস্পষ্ট সম্মতি উল্লেখ থাকতে হবে ;

৫) ব্যাংকের প্রচলিত নিয়মে বিধি মোতাবেক অন্যান্য দলিলাদি সম্পন্ন করতে হবে।

১২। ঋণ বিতরণঃ
বিঘা প্রতি পরিচালন ব্যয়ের ভিত্তিতে চলতি মূলধন ঋণ মঞ্জুরি করা যাবে। চলতি মূলধন ঋণ হিসাবের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তা শাখায় ঋণ হিসাবের মাধ্যমে মঞ্জুরিসীমার মধ্যে মঞ্জুরিকৃত ঋণ সীমার মধ্যে উত্তোলন করতে পারবে এবং সমন্বয়চক্র অনুযায়ী ঋণের টাকা জমা/সমন্বয় করতে পারবে। চলতি মূলধন ঋণ মঞ্জুরি ও বিতরণের ক্ষেত্রে উক্ত ঋণের নিয়ম বিধি অনুসরণ করতে হবে। ঋণ ও মার্জিন অনুপাত হবে ৭০ঃ ৩০।

১৩। ঋণের হিসাব খাতঃ
কাঁকড়া ঋণ ও কিশোর কাঁকড়া প্রতিপালন চলতি মূলধন আকারে প্রদত্ত ঋণ-১০১৪ খাতে যথারীতি হিসাবভূক্ত করতে হবে। অশ্রেণীকৃত ঋণ শ্রেণীকৃত হয়ে পড়লে ব্যাংকের প্রচলিত নিয়মে হিসাবের খাত পরিবর্তিত হবে।

১৪। ঋণ আদায়/ পরিশোধ পদ্ধতিঃ
চলতি মূলধন ঋণের ক্ষেত্রে সমন্বয় চক্র হবে ২৭০ দিন । ২৭০ দিনের সমন্বয়চক্রে প্রথম উত্তোলনের তারিখ হতে সর্বোচ্চ ১(এক) বছর মেয়াদি হবে। নির্ধারিত সময়ে ঋণ আদায়/সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে। মেয়াদ শেষে পরবর্তী বছরের জন্য ব্যাংকের বিদ্যমান নিয়মানুসারে নবায়ন করা যাবে।

১৫। অন্যান্যঃ

(ক) ইজারার সময়কালঃ
কাঁকড়া চাষে চলতি মূলধন ঋণের জন্য ইজারা প্রাপ্ত পুকুরের/জলাশয়ের ক্ষেত্রে ইজারার সময়কাল ন্যূনতম ৩ বছর হতে হবে।

(খ) কাঁকড়া চাষ পদ্ধতি ও বিভিন্ন কলাকৌশল সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত ও প্রযুক্তিগত পরামর্শের জন্য জেলা/উপ-জেলা মৎস্য কর্মকর্তার সহায়তা নেয়া যেতে পারে।

চলমান পাতা-০৪

১৬। **তত্ত্বাবধান ও পরিধারণ ঃ**

শাখার মাঠকর্মী, শাখা ব্যবস্থাপক নিবিড় তদারকির মাধ্যমে ঋণের ব্যবহার, ঋণ হিসাব পরিচালনা, যথাসময়ে আদায় নিশ্চিতকরণসহ, তত্ত্বাবধান ও পরিধারণ কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। কাঁকড়া চাষে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি, লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং সম্ভাবনাময় এ খাতে কৃষি ব্যাংকের ভূমিকা জোরদার করার লক্ষ্যে প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয় ও মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে এ ধরনের ঋণ সময় সময় পরিদর্শন করে শাখা ও কাঁকড়া চাষীদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এ খাতে ঋণদান জোরদারকরণ ও কাঁকড়া চাষীদের উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে প্রতি অঞ্চলে কাঁকড়া চাষ ও কিশোর কাঁকড়া পরিপালনের জন্য নতুন গুনগত মান সম্পন্ন ভাল ঋণ বিতরণ করতে হবে। ঋণ সমূহের যথাযথ সদ্ব্যবহার যাচাই নিশ্চিত করতে হবে এবং সঠিক সময়ে ঋণ সমূহ যাতে আদায় নিশ্চিত হয় সেদিকে সর্বদা সর্তক দৃষ্টি রাখতে হবে।

১৭। **পরিদর্শন ও যাচাই ঃ**

নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ শাখা পরিদর্শন কালে এ কর্মসূচির আওতায় বিতরণকৃত ঋণ সমূহের মঞ্জুরি ও বিতরণের যথার্থতা পরীক্ষা/পর্যালোচনা করবেন। তাছাড়া ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা দল কর্তৃক নিরীক্ষাকালে ঋণের সদ্বব্যবহার যাচাই করতে হবে।

১৮। **প্রতিবেদন প্রেরণ ঃ**

এ কর্মসূচির আওতায় শাখা কর্তৃক বিতরণকৃত ঋণের শাখা/অঞ্চলওয়ারী অগ্রগতির প্রতিবেদন বিভাগীয় কার্যালয়ের মাধ্যমে নিম্নোক্ত ছকে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে শাখা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবসা উন্নয়ন বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

(লক্ষ টাকায়)

শাখার নাম/অঞ্চল	ঋণ বিতরণ		আদায়যোগ্য ঋণ		আদায়কৃত ঋণ		শ্রেনীকৃত ঋণ		অনাদায়ী ঋণস্থিতি	
	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ

১৯। এ পরিপত্রে ব্যবহৃত উপাত্তসমূহ মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক জুন ২০১৬ মাসে প্রকাশিত " বাংলাদেশে কুচিয়া ও কাঁকড়া চাষ " প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল হতে গ্রহণ করা হয়েছে।

২০। বর্ণিত নীতিমালা অনুসরণ করে কাঁকড়া চাষ খাতে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো।

অনুমোদনক্রমে-

২৬/০৮/১৮

(মোঃ শহিদুল ইসলাম)
মহাব্যবস্থাপক
পরিকল্পনা ও পরিচালন মহাবিভাগ
ফোনঃ ৯৫৫৪১৬৯

নং-প্রকা/ক্রেঃ বিঃ -১/৩(৭)/২০১৮-১৯/১৩৬(১২৫০) তারিখঃ - ঐ -

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

০১। চীফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০২। স্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ১/২/৩ মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৩। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর,বিকেবি,প্রধান কার্যালয়/বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ/স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়।
০৪। অধ্যক্ষ, বিকেবি স্টাফ কলেজ, মিরপুর, ঢাকা।
০৫। সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক/সচিব, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৬। উপমহাব্যবস্থাপক, আইসিটি সিস্টেমস্, কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। উপরোক্ত পরিপত্রটি ব্যাংকের অফিসিয়াল ওয়েব সাইটে আপলোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।
০৭। বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়সমূহ।
০৮। উপ-মহাব্যবস্থাপক, সকল কর্পোরেট শাখাসমূহ।
০৯। সকল মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ।
১০। সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়সমূহ।
১১। সকল শাখা ব্যবস্থাপক, (মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
১২। নথি / মহানথি।

২৬/০৮/২০১৮
(মনির উদ্দিন)
উপ-মহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ ৯৫৫০৪০৩

পরিশিষ্ট- "ক"

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

ক্রেডিট বিভাগ-১

০.৩৩ একর (১.০০ বিঘা) জলায়তন পুকুরে কিশোর কাঁকড়া চাষের নিয়মাচারঃ
কাঁকড়া লালন পুকুর বা চারা পুকুর
(চাষাবাদ সময়কাল ৬-৭ মাস)
জুলাই-ডিসেম্বর

(প্রকৃত টাকায়)

ক্র: নং	ব্যায়ের বিবরণ	পরিমাণ/ সংখ্যা	একক মূল্য (টাকায়)	মোট মূল্য (টাকায়)
১	চুন প্রয়োগ	৩৩ কেজি	২০/-	৬৬০/-
২	ইউরিয়া সার	১৫ কেজি	১৫/-	২২৫/-
৩	টিএসপি	১৫ কেজি	৪০/-	৬০০/-
৪	কাঁকড়ারপোনা (৫০গ্রাম)	২৮০ কেজি (৫৬০০টি)	২৫০/-	৭০,০০০/-
৫	খাদ্য (৮%-৫%)	৩১৫ কেজি	১০০/-	৩১,৫০০/-
৬	শ্রমিক ব্যয়	থোক	থোক	৯,০০০/-
৭	অন্যান্য ব্যয়	থোক	থোক	৫,০০০/-
	মোট পরিচালন ব্যয় (১-৭)			১,১৬,৯৮৫/-
	ব্যাংক ঋণ (৭০%)			৮১,৮৯০/-

প্রস্তাব অনুযায়ী প্রতি উৎপাদন চক্রের জন্য ০.৩৩ একরে (১.০০ বিঘা) পরিচালন ব্যয় বাবদ ৮১,৮৯০/- টাকা ঋণ প্রদান করা যাবে।

২৬.০৬.২০১৮
(মোঃ শরিফুল ইসলাম)
মুখ্য কর্মকর্তা

২৬.০৬.২০১৮
(মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক

পরিশিষ্ট- "খ"

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

ক্রেডিট বিভাগ-১

০.৩৩ একর (১.০০ বিঘা) জলায়তন পুকুরে পেনেকাঁকড়া/খাঁচায় কাঁকড়া চাষের নিয়মাচারঃ
কাঁকড়া লালন পুকুর
(চাষাবাদ সময়কাল ৭-৮ মাস)
নভেম্বর-জুন

(প্রকৃত টাকায়)

ক্র: নং	ব্যায়ের বিবরণ	পরিমাণ/ সংখ্যা	একক মূল্য (টাকায়)	মোট মূল্য (টাকায়)
১	চুন প্রয়োগ	৩৩ কেজি	২০/-	৬৬০/-
২	ইউরিয়া সার	১৫ কেজি	১৫/-	২২৫/-
৩	টিএসপি	১৫ কেজি	৪০/-	৬০০/-
৪	কাঁকড়ার পোনা (১৮০ গ্রাম)	২৪০ কেজি	২৫০/-	৬০,০০০/-
৫	খাদ্য (৮%-৫%)	৩১৫ কেজি	১০০/-	৩১,৫০০/-
৬	শ্রমিক ব্যয়	থোক	থোক	১৮,০০০/-
৭	অন্যান্য ব্যয়	থোক	থোক	৪,০০০/-
	মোট পরিচালন ব্যয় (১-৭)			১,১৪,৯৮৫/-
	ব্যাংক ঋণ (৭০%)			৮০,৪৯০/-

প্রস্তাব অনুযায়ী প্রতি উৎপাদন চক্রের জন্য ০.৩৩ একরে (১.০০ বিঘা) পরিচালন ব্যয় বাবদ ৮০,৪৯০/- টাকা ঋণ প্রদান করা যাবে।

23-08-2018
(মোঃ শরিফুল ইসলাম)
মুখ্য কর্মকর্তা

24.08.2018
(মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক